বিষয়বস্তুঃ বেইখলাসের পরিণাম জাহান্নাম

রবীউস সানী মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৫ রবীউস সানী ১৪৪৫ হিজরী, ১০ নভেম্বর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১২০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْدُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত দ্বীনদার ভাই সকল ! আজ রবীউস সানী মাসের ২৫ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, 'বেইখলাসের পরিণাম জাহান্নাম'।

মনে রাখবেন, মানুষ পৃথিবীতে যত প্রকার কাজ করে, সেগুলি মূলত দু'প্রকার। (১) দুনিয়াবী কাজ, (২) দ্বীনী কাজ। দুনিয়াবী কাজ বলতে, যেমনঃ উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। আর

দ্বীনী কাজ বলতে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-ফেতরা এবং যিকির-আযকার, তাসবীহ-তিলাওয়াত, ওয়ায-নসীহত, ইত্যাদি।

এর মধ্যে দুনিয়াবী কাজগুলির মধ্যে যদি ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত না থাকে, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না। কেননা ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ দুনিয়াবী কাজগুলির জন্য নিয়্যাত অর্থাৎ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত শর্ত নয়। তবে দ্বীনের যেকোন নেক আমল ও ইবাদত যদি কোন ব্যক্তি ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের উদ্দেশ্যে না করে, বরং দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে করে থাকে, তাহলে তার জন্য শুধুমাত্র দুনিয়ার উদ্দেশ্যটা হয়ত কিছুটা সফল হবে। তবে আখিরাতে সে কিছুই পাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা শূরা'র ২০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْدُنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার মধ্য থেকে (দুনিয়াতে) কিছু দিয়ে থাকি। তবে আখিরাতে তার জন্য নেকীর কোন অংশ থাকবে না।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, দুনিয়াবী সম্পদের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে যদিও তাকে অল্প কিছু দান করবেন, তবে আখিরাতে সে বিন্দুমাত্র নেকীও পাবে না। বরং তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা সুগম হবে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, ইখলাস না থাকার কারণে ৩জন ব্যক্তি জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

ইন্ধন কাকে বলে জানেন তো ? ইন্ধন হল, বিশেষ করে আমরা অনেকে দেখেছি যে, বর্ষাকালে যখন চুলো জ্বলে না, তখন কিছু পাটকাঠি কেরোসিন তেল দিয়ে আগে জ্বালিয়ে নিয়ে চুলো গরম করা হয়। তারপর চুলোর মধ্যে বড় কাঠগুলো দেওয়া হয়। ওই পাটকাঠিগুলোকে ইন্ধন বলা হয়। এককথায় বোঝা গেল, ইখলাস না থাকার কারণে ৩শ্রেণীর ব্যক্তি জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা জাহান্নামকে গরম করে উদ্বোধন করা হবে।

সুধীবন্ধুগণ ! যে হাদীসের মধ্যে ওই ৩ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে, সেই হাদীসটি শোনাতে গিয়ে

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) ৩ বার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা আজ শুধুমাত্র সেই হাদীসের ঘটনাটি লক্ষ্য করবঃ

ঘটনাঃ

সুনানে তিরমিযীর ২৩৮২ নম্বর হাদীসে হযরত শুফাই আল-আসবাহী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বললেনঃ একদিন আমি মদীনায় পৌঁছে দেখলাম যে, মসজিদে নববীতে একজন ব্যক্তিকে ঘিরে বহু মানুষের ভিড় জমে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? উপস্থিত লোকেরা বললঃ ইনি হলেন প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রযি)।

হযরত শুফাই (রহ) বললেনঃ আমি আবূ হুরাইরা রযিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে গিয়ে ঠিক তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি উপস্ লোকেদেরকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন। যখন তিনি হাদীসের দরস শেষ করে নির্জনে গেলেন, তখন আমি তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরেতে গিয়ে বললামঃ أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ আমি সত্যের দোহাই দিয়ে

আপনার কাছে দরখস্ত করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শোনাবেন, যেটা আপনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে ভালোভাবে শুনেছেন এবং বুঝেছেন। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বললেনঃ

أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ

“ঠিক আছে তাই হবে, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব, যেটা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন এবং আমি সেটা জেনে বুঝে নিয়েছি।

একথা বলে আবূ হুরাইরাহ (রযি) যখন হাদীসটি শোনাতে গেলেন, তখন এমন ভাবে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন যে প্রায় বেহুঁশ ও অচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরলে মুখ মুছে বললেনঃ আমি অবশ্যই সেই হাদীসটি শোনাব, যেটা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই ঘরেতে শুনিয়েছিলেন। আর তখন আমার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। যখন তিনি শোনাতে গেলেন, তখন আবার কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে

পড়লেন। এভাবে মোট ৩বার বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

হযরত শুফাই (রহ) বললেনঃ তৃতীয়বারে প্রচণ্ড বেহুঁশীর কারণে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। আমি তাঁকে অনেকক্ষণ ঠেস দিয়ে ধরে রাখলাম। অবশেষে যখন হুঁশ ফিরল, তখন তিনি বললেনঃ আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস বয়ান করেছেন যে,

اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتعَالٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ اِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ

“আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা বান্দাদের মাঝে ফয়সালার জন্য যখন কিয়ামতের দিন তাদের সামনে হাযির হবেন, তখন সকলেই নতজানু হয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম হিসাব-নিকাসের জন্য ৩শ্রেণীর মানুষদেরকে ডাকবেন)। (১) কুরআনের হাফিয, (২) আল্লাহর রাস্তায় শহীদান, আর (৩) প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। এই ৩ শ্রেণীর মানুষদেরকে প্রথমে ডাকবেন।

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের হাফিয ও কারীকে প্রশ্ন করবেন। أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِي আমি কি তোমাকে

সেই কুরআনের শিক্ষা দেয়নি, যা আমার রসূলের উপর নাযিল করেছিলাম ? তখন সে বলবেঃ بَلٰى يَا رَبِّ কেন না, অবশ্যই হে আমার প্রভু ! আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ مَا ذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عَلِمْتَ তুমি যা শিখেছিলে তার উপর কী আমল করেছ ? তখন সে বলবেঃ আমি (তোমার উদ্দেশ্যে) রাত-দিন কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ: اِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে লোক বলেঃ অমুক হাফিয, কারী। যাও (তোমাকে দুনিয়াতে) তাই বলা হয়েছে। (এখানে কিছুই পাবে না। তুমি জাহান্নামে যাও)

অতঃপর ধনী ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদশালী বানাইনি ? এমনকি দুনিয়াতে তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলে না। তোমার কাছে সমস্ত প্রকারের অর্থ সম্পদ ছিল। সে

বলবেঃ بَلٰى يَا رَبِّ অবশ্যই, হে আমার প্রভু !

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا أُتَيْتُكَ আমি তোমাকে যা সম্পদ দিয়েছিলাম তুমি তাতে কী আমল করেছ ? অর্থাৎ কোথায় ব্যায় করেছ ? তখন সে বলবেঃ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং গরিব অসহায়দের দান-সদকা করেছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতারাও বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ: فُلَانٌ جَوَّادٌ বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে বড় দানশীল বলবে। তোমাকে দুনিয়াতে তাই বলা হয়েছে। (তুমি জাহান্নামে যাও)

অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় শহীদকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রশ্ন করবেন, فِيمَاذَا قُتِلْتَ তুমি কী উদ্দেশ্যে শহীদ হয়েছ ? তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার রাস্তায় জিহাদ করার আদেশ করা হলে

আমি তোমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছি এবং শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেনঃ كَذَبْتَ তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ: فُلَانٌ جَرِيْئٌ বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলবে। তোমাকে দুনিয়াতে তাই বলা হয়েছে। (এখানে তোমার কিছুই মিলবে না। যাও জাহান্নামে যাও।)

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বললেনঃ অতঃপর নবীজি আমার দুই হাঁটুতে হাত মেরে বললেনঃ

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أُوْلٰئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“হে আবূ হুরাইরাহ ! আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্য থেকে এরাই সেই ৩ শ্রেণীর মানুষ হবে, যাদের দ্বারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।”

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত নেক আমলগুলি খাঁটি মনে ইখলাসের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ

হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল